Sanatan Dharma

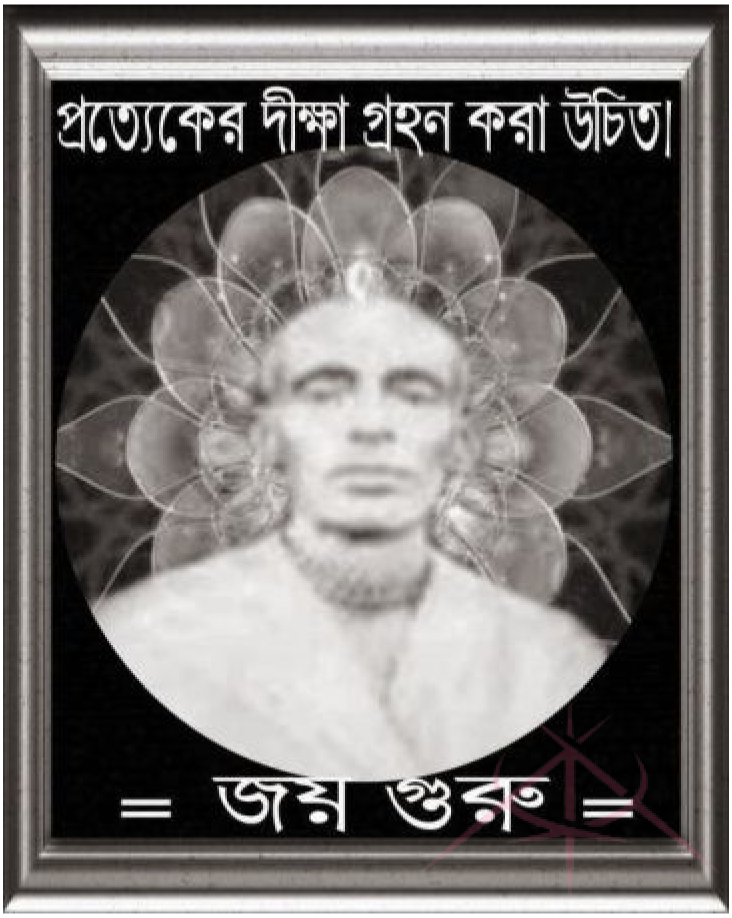

রামঠাকুরের কথা

1. গুরু ভিন্ন এই জগতে আত্মীয় আর কেহ নাই। গুরু সর্ব্বদা রক্ষা করেন, অতএব গুরুর প্রতিপোষক হইয়া শুচি থাকিবে। অন্যথা করিবে না। সংসার মায়াজালে ব্যাপ্ত, চরাচরে মোহপাশ ঘুরিতেছে, আপাতত: মধুর পরিণামে বিষোপম হইয়া থাকে।

সত্য হইতে বল নাই।
ত্যাগ বই আর ধর্ম্ম নাই।
গুরু বাক্য বই আর বেদ নাই।
গুরু বাক্য পালন বই আর কর্ম নাই।
গুরুর দয়া বই আর ধন নাই, মুক্তিও নাই।

এই কথাটি মনে রাখিলে কোনো কুহক প্রলোভনে পড়ে না, ঘরে বসিয়া সমস্তই পায়।

শ্রীশ্রী রামঠাকুর
****
□ সর্বদা গুরুর আশ্রয়ে থাকবার চেষ্টায় ভগবৎ সেবা।

Published on: Oct, 19 2022 18:53

 নাম সত্য, নাম ও ভগবান অভিন্ন সেবো।
 শূন্যের সঙ্গ বা প্রাণের সঙ্গ বা নামের সঙ্গই প্রকৃত সৎসঙ্গ।
 নাম ও নামীকে অতি যত্নে করতে হয় লালন ও রক্ষণ।
 মনের দাসত্ব না করে প্রাণের সখ্যতা প্রার্থনা করাই বাঞ্চনীয়।
****
****

ইহার কিছুই বৃথা যাইবে না। বীজ রোপেন কইরা গেলোম, কালে অঙ্কুরিত হইয়া গাছপালা গজাইব। উলুবনে মুক্তা ছড়াইয়া গেলোম, যে জহুরী চিনিবে কুড়াইয়া নিবে"।

ওহে! ঠাকুর, বৃথা যাবে উহা কেমেন করে? এযে প্রাণের প্রাণ-মহাপ্রাণ মথিত অক্ষয় সুধা। অক্ষয়,অব্যয়,নিত্য,শাশ্বত ধাম হতে মর্তে প্রেরিত অমূল্য রতন। অপার আনন্দময় অমৃত সুধা,যা বহে নিরন্তর জীব-জগতের পরমমঙ্গল কারণে।
****
****
শেষে জন্ম বড়ই কষ্টের জন্ম | দ্যাখেনে না আপনে যেইখানে থাকেন সেইখানে দোকান পাট আছে | আপনি সেই দোকান থেইকা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিলেন | কিছু টাকা দিলেন, কিছু ধার রাখলেন | দোকানীরাও কিছু কয় না | তবে তারা যদি জানতে পারে আপনে চিরকালের জন্য এই জায়গা ছাইড়া চইলা যাইতাছেন তারা এক সংগে ঝাপাইয়া পড়ব দেনা শোধের জন্য | তখন আপনের খুবই কষ্ট হইব সেই দেনা শোধ করতে | তবে সেই দেনা শোধ কইরা যাওয়াই ভাল | খুবই কষ্ট হইব | কিন্তু দেনা রাখতে নাই | তাই দেনা শোধ কইরা যাওয়াই ভাল।
....শ্রীশ্রীরামঠাকুর
****
****
সর্ব্বদা স্বকৃত কর্ম্মানুসারে যত্নবান থাকিয়া নিত্য তৃপ্তিকর ভগবৎ সেবার শক্তি আহরণের প্রতিক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ সকল ভার ভগবানে দিয়া ভাগ্যানুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্রের আয় অনুসারে ব্যয় করিয়া ধীর ধৈর্য্যশক্তির দ্বারা পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়। পথের সহায় সর্ব্বশক্তিমান ভগবান নির্লিপ্ত শক্তি বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহার সাহায্যে এ ভবসংসারের আবরণ কাটাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়। ::: বেদবাণী প্রথম খণ্ড - ১৬নং পত্রাংশ শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেবে
****
****

প্রারব্ধের ভোগ কাটে কিনা ইহাই অনেকের প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই - কাটান যায়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বাস্তবিক পক্ষে ঐ ভোগ কাটে না - একমাত্র ভোগের দ্বারা উহার নিবৃত্তি হয়। যোগবলে অথবা অন্য কোন উপায়ে উহাকে সরাইয়া ফেলা যায়, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ এই দেহে অনিত্য বলিয়া কোন না কোন সময়ে উহার ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। দেহত্যাগ হইলেই ঐ শূন্যস্থিত বিতাড়িত কর্মগুলি আকর্ষণ - বলে আবার আত্মাকে দেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে। তবে সে দেহে আর নূতন কর্ম হইবে না ইহা সত্য। জীব যখন সংসারে আসে তখন স্বীকারপত্র দিয়া আসে - যে যে ভোগ তাহার প্রাপ্য তাহা অঙ্গীকার করিয়া আসে। তাই তাহাকে নিজের পাপ্য ভোগ গ্রহণ করিতেই হয়। যে তাঁহার শরণাগত তাহাকে তিনি ঐ দেহেই সমস্ত ভোগ

Published on: Oct, 19 2022 18:53

করাইয়া নেন, পরে কাছে লইয়া যান, আর তাহাকে আসিতে দেয় না। তাহার কোন ভোগ বাকী থাকে না। ধৈর্য্যের সহিত প্রারব্ধ ভোগ করা উচিত, বাধা দিতে নাই। বাধা দিলে ভোগ কাটে না। একমাত্র অনুগত হইলে প্রারব্ধ কাটিতে পারে - প্রারব্ধ কাটিবার দ্বিতীয় কোনো উপায় নাই। .... রাম ঠাকুরের কথা
****

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইহার কর্ত্তা ভবিতব্যই হয়, অন্য কাহারো কোন শক্তি নাই। যদি থাকিত তবে কেন মেয়ের বিবাহের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি ত বিয়ে দিতে পারিতেন। যখন যে ভাবে যে কালে পরিণয় ভবিতব্য উপস্থিত করিবেন, তখন সেই ভাবেই যোগাযোগ মিলন হইবে, ইহার কর্ত্তা কেহই না, জানিবেন। লোকসকল ভাগ্যানুসারে দেহে, গেহে, জাতি, মানাদি এই মরভুমে পড়িয়া থাকে। এই ভাগ্যেতে সন্তোষ না হইয়া পরে ভোগ আকর্ষণে পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিতে থাকে। ইহাতে যমদণ্ড, কালদণ্ড, ব্রহ্মদণ্ড বলিয়া জানিবেন। সত্যনারায়ণের সেবা করিলে এই সকল দণ্ড মুক্ত হইয়া সত্যলোক, যেখানে ভোগ নাই, সেই স্থানে যাইতে পারে। -------------------------- শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর

****
****

শেষ জন্ম বড়ই কষ্টের জন্ম। দ্যাখেন না আপনি যেখানে থাকেন সেখানে দোকান পাট আছে।আপনি সেই দোকান থেইকা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিলেন।কিছু টাকা দিলেন কিছু টাকা ধার রাখলেন। দোকানীরাও কিছু কয় না।তবে তাঁরা যদি জানতে পারে আপনি চিরকালের জন্য এই জায়গা ছাইরা চইলা যাইতেছেন,তাঁরা একসাথে ঝাঁপাইয়া পড়বো দেনা শোধের জন্য।তখন আপনার খুবই কষ্ট হইব সেই দেনা শোধ করতে।তবে দেনা শোধ কইরা যাওয়াই ভাল।আপনার খুবই কষ্ট হইব।দেনা রাখতে নাই। শোধ কইরা যা ওয়াই ভাল।=শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর ।

" আজ্ঞানীই মহাজ্ঞানী সে এক ভগবান ছাড়া কিছুই বোঝেনা ।" --কর্তাভিমানীর চালক শয়তান, শরণাগতজনের চালকই জানবেন ভগবান ।

রাম ঠাকুর বলতেন ,"

নিয়মে জড়াবেন না ,নিয়মে জড়ালে কালে নিয়মই হয়ে দাঁড়াবে মুখ্য লক্ষ্য হয়ে যাবে গৌণ "।

****

রাম ঠাকুরের কথা ও কৌশিকী আশ্রমসহ জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ-১০ একদিন গুরুর সংগে ভ্রমণকালে অনঙ্গদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাম, এখন তুমি কি করিবে? ঠাকুর মহাশয় বলিলেন আমি কিছু জানি না আপনি যা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই হইবে। উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন তাহা হইলে আমাকে স্পর্শ করিয়া এখানে বসিয়া থাক। ঠাকুর মহাশয় তাহাই করিলেন। গুরুকে স্পর্শ করিবার সংগে সংগে প্রথমে তাঁহার তন্দ্রাভাব আসিল। এরপর হইলো সমাধি। ঐভাবে কতকাল অতিক্রম হইল তাহা কেহ জানে না তারপর গুরু বলিলেন, রাম ওঠো। রামের সমাধি ভাঙ্গিল এ ডাকে! চক্ষু

খুলিয়া দেখিলেন গুরু সম্মুখে। আর দেখিলেন যে সে দেশ ও নাই। সে কালও নাই। এক গভীর বনে তিনি একলা বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্বশ্রূ গুম্ফে আবৃত, নখ হয়েছে দীর্ঘ। অবশেষে এ গুহার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হইল এক বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান। গুরুর আদেশে এই যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়া রাম হইল আপ্তকাম। গুরুকৃপায় সর্বসিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইল। জয় শ্রীশ্রী রামঠাকুর ।
মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "জ্ঞানগঞ্জ"-এ শ্রীশ্রী ঠাকুরকে যে ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

****
*

সংসার চক্র উদয় অস্ত গতিভাবে অনবরত ঘুরিতেছে। এই ভ্রম শোধন জন্য ভগবানের অর্থাৎ সহিষ্ণুতার পরিণাম শক্তি শরণ দ্বারা শ্রদ্বার উদ্বর্দ্ধন করিয়া লইতে হয়। লাভ অলাভ পিপাসা মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সংসার প্রার্থনার আবরণে কেবলমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যজনাদি ক্রীড়ার চর্চ্চায় তাহার নিবৃত্তি হয় না। কেবলমাত্র এক পতিব্রত শক্তিপদ আশ্রয় লইয়া অযাচনা ভাবে প্রতিক্ষা করিয়া যথাসাধ্য গুরোপদ্দিষ্ট সত্য সাধনের জন্য স্থিতিবুদ্ধির আহরণ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চিয়াত্মিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়া কামনা বাসনা লুপ্ত হইয়া থাকে। তখন সকল অভাবই দুর হইয়া আনন্দ প্রকাশ হইয়া যায়।
বেদবাণী প্রথম খন্ডঃ ৩৪।

****
****

সর্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া উপস্থিত কার্য্য কর্ম্মাদি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবেন। বাজে অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী সুখজনক গোলমাল না করিয়া গুরুর কার্য্যে রত থাকিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিবেন। পবিত্র আত্মাকে ছাড়িয়া অনিত্য অসুখকর ক্ষণসুখের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন না। সকল বেগ সতত সহ্য করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন। কাহারো দোষ গুণ লইবেন না, পক্ষপাত দোষে আত্মার মলিন জন্মে অহংজ্ঞান কর্ত্তৃত্বহেতু হইয়া থাকে। কর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়িবার জন্য মনে বিচার করিয়া আত্মার সঙ্গে নির্ম্মলভাবে আত্মারই কর্ত্তার অধীন হইয়া থাকিলে নিত্যমুক্ত হইয়া পরিণামে শ্রীগুরুর পদ পাওয়া যায়। হৃদয়ের সংশয় ছেদন করিয়া সবল হইয়া থাকিলে অপার আনন্দ তাহাকে অধিকার করে।
সকল ভার ভগবানের উপর রাখিয়া সংসারের প্রাক্তন যথাসাধ্য ভোগ করিতে হয়। ভাগ্যের দ্বারে সর্ব্বদা থাকিয়া সুখ দুঃখ অন্ত করিতে চেষ্টা করিতে করিতে ভগবানের প্রতি মন নিবিষ্ট হয়। সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তাই, অর্থাৎ ভগবানের নাম করাই জীবের ধর্ম্ম। নাম করিতে করিতে জীবের পরমত্ব থাকে না, নামেই মুক্তিপদ অঙ্ক করিয়া স্থান দেন।
ভগবানের শরণ নিয়া থাকিলেই পরিণামে শান্তির উপর স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহ জগতে দেহের সঙ্গেই ভাগ্য অনুসারে ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। পরশ্রীতে কাতরতা কেবল মূর্খের সম্পদ বলিয়া জানিতে হয়। ভাগ্য অনুসারে শারীরিক, মানসিক সুখ দুঃখাদি আবর্ত্তন হইয়া জীবভাবে মন্ডিত থাকে। জ্ঞান অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হয়। সংসার মায়াময়, ভগবৎ শরণে কেবল দেহ নাশেই দৈহিক, মানসিক সন্তাপাদি ভোগের দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে। দেহে গুণের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে দেহে সহ অসহ যাতনা, সুখ দুঃখ, পাপ পুন্য, ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি ইত্যেকার জ্ঞান জন্মে। ইহাকেই প্রারব্ধ বলে, এই

প্রারব্ধ ভোগ ভিন্ন শেষ হয়না বলিয়া ঈশ্বরের শরণ নিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। পাপ পুণ্য ধর্মাধর্মে লক্ষ্য রাখিতে নাই। প্রাক্তনে যাহা হয় আছে তাহা ভোগ করিবে, দেহান্তে ভগবৎ পদ, গুরুবাক্য যাহা নির্দেশে করিয়াছে তাহা পাইবে, সন্দেহ নাই। মনের শান্তি অশান্তির ধার না নিয়া অকর্ত্তা হওয়ার চেষ্টা করিবে।

****
****
ভালো মন্দ বিচার করিবার শক্তি জীবের সাধ্যে নাই, নামেই ভালো মন্দ স্থির করিবেন।
ঘন ঘন নাম কইরা যান, বৃথা তর্ক, বৃথা যুক্তি, জগতের সকলেই সকলের নিজ স্বভাবের বশিভূত হইয়া চালিত হইতেছেন অতএব কাহারো কোন দোষ নাই।
পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল অনুযায়ী ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, সন্তানাদি, আড়া পাড়াপরশী, শত্রু মিত্র, শুভ অশুভ, জয় পরাজয়,লাভ লোকসান, রোগ শোক, সুখ দুঃখ ইত্যাদি সকল কিছুর যোগাযোগ ঘটে।
অতএব জীবের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিংবা জীবের কর্তৃত্বে কিছুই হয়না, সবই পূর্ব নির্দিষ্ট।।
****
****
"এই পৃথিবীর সীমানা গুরুর আশীর্বাদের থেকে বড় নয় ।গুরু তোমাকে তোমার মতো গড়বেন ।তুমি কেমন, তোমার থেকে বেশি জানেন গুরু ।অনেকে ভুল বুঝবে তুমি গুরুকে ।তিনি জানেন সেটা ।কিন্তু এও জানেন সত্যের পথ কি ।তুমি ছাড়তে পারো, তিনি ধরে থাকেন ।তুমি বুঝতে পারোনা ।তুমি যখন দেখো কেউ নেই, তখন তাঁকে দেখো যায়। তিনি শুধু দিতে চেয়েছিলেন ।অনেকে পাওয়ার ভীরে তাঁর দান নিতে পারেনি।যখন হাত খালি, দেখবে, আশ্রয় হয়ে তাঁর দাওয়া অযাচিত দান তোমায় ছায়া দেবে। "---শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর
****
**তুলসী পত্রের স্থান নারায়ণের শ্রীদেহের অন্য কোথাও না , উহার স্থান নারায়ণের চরণ যুগলে । --- শ্রীশ্রী রামঠাকুর ।
****
"কলিতে বেদ নাই, সুতরাং বিধিও নাই। কলিতে প্রয়োজন হইল গুরুর চরণে আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন পূর্ব্বক যাহাই বোধ হইবে তাহাই বেদ এবং তদানুযায়ী যাহা করণীয় তাহাই বিধি। শ্রীভগবান বেদ ও বিধির অতীত। শুধু নাম করিলেই ভগবানের লাভ হইবে।”
****
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং। অর্থাৎ ভাগ্যানুযায়ীই লোক সুখ,দুঃখ উপভোগ করিয়া থাকে।তাহার ব্যতিক্রম করা কাহারও বিন্দুমাত্র সাধ্যই নহে।দেবে,দানব,মানব,যক্ষ,রক্ষ আদি জীবমাত্রই প্রারব্ধের দাস বা অধীন,এই প্রারব্ধ পূর্ব কর্মফল হেতু সৃষ্ট হইয়া থাকে।ভবিতব্য ভগবানই ইহার একমাত্র নিয়ন্তা।আমরা কর্ত্তা হইয়া ভাগ্যভোগ কাটাইবার জন্য নানাবিধি রুপে যত চেষ্টাই করি না কেন,পরবর্তী জন্মের প্রারব্ধ ভোগেই বৃদ্ধি হয়,কিন্তু ভাগ্যের বিন্দুমাত্র ও ব্যতিক্রম হয় না।ভাগ্যরথে চলিয়া অর্থাৎ ভাগ্যের যাহাই ফলোদয় হউক না কেন,তাহাতে বিচলিত না হইয়া অকাতরে ওই ভোগদন্ড গ্রহন করিলে

পুব্বজন্মার্জ্জিত কর্মফলের শোধ হইয়া যায় অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর কোন অশান্তি ভোগ করিতে হয় না।এই প্রকার ঋন শোধ ব্যতীত কেহই অবিচ্ছিন্ন আনন্দের পথে অগ্রসর হইতে পারে না।ভাগ্যে যাহা আছে,তাহা হইতেছে এবং হইবেই এ ধারনা অন্তরে বদ্ধমূল হইলে জীবমাত্রই নানা ভাবনা,চিন্তা,জল্পনা,কল্পনা আদি হইতে রক্ষা পাইয়া অনেকটা শান্তিতে থাকিতে পারে।এই জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা বলিয়াছেন যে,এমন কি শ্রীভগবান ও এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। কর্তৃত্বাভিমান লইয়া যাগ যজ্ঞ তপস্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া ও ইহার হাত হইতে অব্যাহতি নাই।যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা সাময়িক ঐহিক শান্তি পাওয়া সম্ভব,কিন্তু পরিনামে প্রারব্ধ দন্ড ভোগ করতে হইবে,ইহা সুনিশ্চিয়।
ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা না থাকিলে প্রকৃত সত্য উপলব্দি করিতে না পারিয়া জীব কেবল অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়া মনকে বিষাক্ত করিয়া মানসিক নানা দুঃখই ভোগ করে,কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র ও প্রতিকার না পাইয়া কেবল দুঃখ ও অশান্তির বৃদ্ধি হয়।
"বিবাহাদি কার্য ভবিতব্যই করিয়া থাকে, কাহারও কোন বাধা কি বিধি দিবার অধিকার নাই ।"---শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর ।। বেদবাণী ।। ৩ /১৪৫
****
****
মনের চঞ্চলতার জন্য অনুতাপ করিবে না, কারণ তাহার স্বভাব ঐ রকম। সকল ভার গুরুতে ন্যস্ত রাখিয়া উপস্থিত সকল কার্য্য যথাসাধ্য করিয়া যাইবে। তাহাতে সিদ্ধি অসিদ্ধি লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। কর্ম্ম করিতে করিতেই সকল কর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবে, তখন আর মনের দরকার হইবে না। সকলি আপনার বাধ্য থাকিবে। কর্ম্ম হাতে থাকিলেই সুখ দুঃখজনক বাসনায় উৎপীড়ন করিয়া থাকে। বিবেকবুদ্ধি উৎপন্ন হইলে আপনি আপনিই সকল অভাব নাশ করিবে। চেষ্টা করিয়া বিবেকতো আসে না। কোনো চিন্তা ভাবনা করিবে না। স্ত্রী পুত্র পরিজন যাহারা মুখাপেক্ষী হইয়া আছে তাহাদিগকে যথাসাধ্য ভরণ পোষণ করাই ধর্ম্ম, ইহাতেও ভগবানের সেবা হয়। অনাসক্ত ভাবে এদের সঙ্গ লাভ হইলে মঙ্গলই হয়।---বেদবাণী - প্রথম খন্ড ১৬০
****
****
"বাবা- এই বিশ্বসৃষ্টির রহস্য কি? সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, চির চৈতন্যময় এক বিরামহীন ও উত্থানপতনবিহীন শাশ্বত বিন্দুনাদের সুরবিতান অংশাতীতভাবে চিন্ময় রূপে প্রকৃত বিশ্বব্রহ্মান্ডে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদিতে এবং ব্যোমে, পরব্যোমে, ব্যোমাতীত ধাম ব্যাপী চলিতেছে। এইটাই সৃষ্টি রহস্য। এই যে প্রাণময় অখন্ড বিন্দুনাদ লহরী চলিতেছে, এর সঙ্গে প্রাণীর অন্তর্নিহিত সুবিতান মিশাইয়া এক তান কইরা নিতে পারাই হইল বিশ্বসৃষ্টির সার্থকতা। এক করতে না পারলে দুই থাইকা যায়। অদ্বৈত হয় না। দ্বৈত থাইকা গেলে কর্তৃত্ব থাইকা যায়। আমি এবং আমার ভাবে বিভাবিত থাইকা অমিল অযোগ হইয়া পড়ে। বিয়োগে থাকে। বিয়োগে থাকলে সৃষ্টি রহস্য সার্থকতাবিহীন হইয়া পড়ে। সর্ব্বব্যাপী বিন্দুনাদের সুর-মূর্ছনার সঙ্গে জীবের অন্তর্নিহিত সুর-মূর্ছনা একতানে ও সুরে মিলাইয়া নিতে পারলে এক হইয়া সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করে। এই বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন। সকলে প্রস্থান করিলেন।
****
****

"জীবের মুক্তদেহ লাভ করিবার জন্যই এজগতে জীবের ভোগদেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়.।এই তো সাধুমুখের বাক্য।সংসারে জীবদেহ নিয়া থাকিবার জন্য কাহারো ভোগে ইচ্ছা থাকে না।যাহা হউক, ভাগ্যবশে সকলি ঘটিয়া থাকে।যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা কেহই ছাড়াইতে পারে না, সকলি ভোগে নিয়া যাইতেছে।দেহের পরিপুষ্টির জন্য চিকিৎসকের শরণ লইতে হয়., ভগবৎ চর্চার জন্য যোগীর।---শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর

****

অদৃষ্ট চক্রে যাহা যখন হয় তাহাতেই অকাতরে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করাকেই মহাত্মাগন ভগবৎ উপাসনা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।যজ্ঞ,ব্রত,তপ,দান একমাত্র সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য শক্তিতেই সম্পাদন হইয়া থাকে।সমোহহং সর্বভূতানাং ন মে দ্বেষ্য: ন প্রিয়:, সকল অবস্থায়ই যে সমান জ্ঞান তাহাই ভগবান।এই অবস্থা যখন উদয় হয় তখন জীব মুক্তি লাভ করিয়া স্বরূপত্ব ধারণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতিত কতৃত্বাভিমানীর সণক্কল্প বিকল্পাদি দ্বারা সাধন ভজন করিয়া নিত্য সুখের আশা অবতারণ করিয়া পরিণাম কেবল অভাব(অমিল) অভিযোগ ঘটিয়া থাকে। তাঁতে আশু যে শান্তি লাভ করিতে পারে তাহা কেবল হারাইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। উভয়ই প্রাক্তন দত্ত জানিবে। অতএব সর্বদা কর্ম ধারণের চেষ্টা করাই উচিৎ।

-শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর

বেদবাণী ১ম খণ্ড(১৪৭)

****

লোকের স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে প্রকৃতির গুণ বিকারে পরিয়া দেহে, গেহে,সমাজ,বিদ্যা বুদ্ধির সংমিলনে পৌরুষত্ব লাভ করিয়া থাকে, সেই পৌরুষত্ম প্রকৃতির গুণে অজ্ঞানবশতঃ অহংকারের ঘেরায় আটকাইয়া সত্যকে জানিতে পারে না বলিয়াই সে দেহের ও বিদ্যার গৌরব পাইয়া, সত্য ভুলিয়া, স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া মনের (মাত্রা) দ্বারা শাসিত হইয়া এই জগতে জন্ম মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মহাত্মাগণ মৃত্যু (কাল) হইতে ত্রাণের জন্য প্রকৃতি গুণের বেগে ধৈর্য্য ধরিয়া সত্যের সেবায় আপন গুণাদি সকল দিয়া সত্যের অধীন হইয়া থাকিতে অভ্যাস করে।

বেদবাণী ২য় খন্ড,

****

সত্যের ধর্ম্ম কি? সত্য হইয়াছে নিত্য অর্থাৎ যাহা কখন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, পরিবর্তিত হয় না, এক রকম থাকে-তাহাই সত্য। মিথ্যা হয় অনিত্য, অর্থাৎ যাহা থাকে না, পরিবর্ত্তিত হয়, এক রকম থাকে না। অতএব সংসারে যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু বোধ করি, সকলি অনিত্য। অতএব অনিত্যের জন্য প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই।মায়াচক্রে অনিত্যেই সংসার বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতে মুক্তির জন্যই স্থিরকে আশ্রয় করিতে হয়। স্থিরকে পাওয়ার জন্য সকল বেগ সহ্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইহা করিতে করিতে ক্রমে স্থৈর্য্য গুণ হয়, তারপর আরোগ্য হয় অর্থাৎ কোন বাধা বন্ধন থাকে না,ইহাকে মুক্তি বলে। এই অবস্থাই ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত এবং ইহাই ধর্ম্ম। এই সত্য সংসারে আসক্তি হেতু ঋণ হয়, সেই ঋণ ক্রমে স্থিরভাব প্রাপ্ত অনুযায়ীই শোধ হয়। যত স্থির হইবে ততই ঋণ শোধ হইবে, যত ঋণ যায় ততই বন্ধন মুক্ত হয়। সৎ অসৎ বিচার করিয়া সংসারে চলিতে গেলে বন্দীদের

চলে না, কারণ জীবগণ সর্ব্বদাই ঋণদায়ে বদ্ধ থাকে। সুখ দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শান্তি অশান্তি, ভাল মন্দ, আপন পর, শত্রু মিত্র, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ঘৃণা লজ্জা,ভয়,শোক তাপ প্রভৃতি সকলের দ্বারাই ঋণ ''খতে'' বদ্ধ। এই সকল ঋণ শোধ হইতে এক ঈশ্বরপদ না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের কোন ক্ষমতা নাই।

-শ্রীশ্রী রামঠাকুর
বেদবানী ৩য় খন্ড(১৫৮)

Published on: Oct, 19 2022 18:53

আপনে জীবনে অন্নদান, বস্ত্রদান, গরীব দুঃখীরে সাহায্য দান, পুষ্করিণী খনন, রাস্তা উৎসর্গীকরণ, নানা পূজা, দোলোৎসবাদী বহু কিছু করছেন। এত কিছু কইরা লাভ কি হইল, আমি কিছু দেখি না। দানাদি কর্মফলে স্বর্গভোগ প্রাপ্তি ঘটে। স্বর্গভোগ অন্তে পুনরায় এই মরভূমে আসতে হয়। সকল রকম দানাদি কর্মের ফল আছে। বিষয় আসক্তি দান কর্মের ফল গজায় না। কর্মের ফল যদি না থাকে তবে কর্মফল ভোগও থাকে না। কর্মফল ভোগ না থাকলে কর্মপাশও থাকে না। কর্মপাশ মুক্ত হয়। কর্মুপাশ মুক্ত হইলে ব্রজ-বিদেহী লাভ হয়। তখন পতিব্রতাশক্তি জাগরিত হয়। এই শক্তিরে দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রলুব্ধ করতে পারে না বইলাই নামে প্রেম যোগ হয়। গতাগতিও শেষ হয়। এইটাই মানব জন্মের চরম সার্থকথা। আপনে সকল বিষয় থাইকা আসক্তি নিয়া আইসা শ্রীভগবানেরে দান করেন.........ভগবান আপনেগ মঙ্গল করেন।

জয় রাম। জয় গোবিন্দ।

Published on: Oct, 19 2022 18:53

....